

💵 বুলুগুল মারাম

হাদিস নাম্বারঃ ৩১৪

পর্ব - ২ঃ সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৭. সালাত সম্পাদনের পদ্ধতি - তাশাহ্হুদ

আরবী

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ _ رضي الله عنه _ قَالَ: الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ _ صلى الله عليه وسلم _ فَقَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلّهِ, وَالصَّلَوَاتُ, وَالطّيّبَاتُ, السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَالطّيّبَاتُ, السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَالطّيّبَاتُ, السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلّا اللّهُ, وَأَشْهَدُ أَنْ مَن الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ, فَيَدْعُو». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللّفْظُ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ, فَيَدْعُو». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللّفْظُ لِلْبُخَارِيّ

وَلِلنَّسَائِيِّ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلِ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ

وَلِأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ _ صلى الله عليه وسلم _ عَلَّمَهُ التَّشَهُّد, وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ

صحيح. رواه البخاري (831)، ومسلم (402) وزاد البخاري في رواية (6265): «وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام. يعني على النبي حصلى الله عليه وسلم». قال الحافظ: «ظاهرها أنهم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي حصلى الله عليه وسلم-، فلما مات النبي حصلى الله عليه وسلم- تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون: السلام على النبي». وانظر «صفة الصلاة» لشيخنا حفظه الله ص (18 – 25) وص (161 – 162)



هذه الرواية للنسائي في «الكبرى» (1/ 378 / 120) بسند صحيح

ضعيف. رواه أحمد (3562)، وفي سنده انقطاع

বাংলা

৩১৪. আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'উদ) (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন: তাই যখন তোমরা কেউ সালাত আদায় করবে, তখন সে যেন বলে-

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ, وَالصَّلَوَاتُ, وَالطَّيِّبَاتُ, السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ, السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

উচ্চারণ: আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াতু তাইয়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়্যহান-নাবিইউ ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আলা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু।

"সকল মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর বর্ষিত হোক।" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল)-ও পড়বে। শব্দ বিন্যাস বুখারীর।[1]

নাসায়ীতে আছে, আমাদের উপর তাশাহহুদ ফার্য হ্বার পূর্বে আমরা উপরোক্ত তাশাহহুদ পড়্তাম।

আহমাদে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (ইবনু মাস'উদকে) তাশাহহুদ শিখিয়েছিলেন আর এ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, লোকেদেরকেও তিনি যেন তা শিখিয়ে দেন।[2]

ফুটনোট

[1] বুখারীর এক বর্ণনায় আরো রয়েছে, এ সময় তিনি আমাদের মাঝেই অবস্থান করছিলেন। তারপর যখন তার ওফাত হয়ে গেল, তখন থেকে আমরা السلام على النبي পড়তে লাগলাম। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, প্রকৃতপক্ষে সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় সম্বোধন করে বলতেন, السلام عليك أيها النبي মূলতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তখন সাহাবীরা সম্বোধন করা ছেড়ে দিলেন এবং غائب এর সীগাহ উল্লেখ করে বলতেনঃ



শাইখ আলবানী তাঁর আসল সিফাতুস সালাত সালাত ৩/৮৭৩ গ্রন্থে বলেন, এর সানাদে দুর্বলতা ও বিচ্ছিনতা রয়েছে। তিনি ইরওয়াউল গালীল ২/২৭ গ্রন্থেও এর দুর্বলতার কথাই বলেছেন।

[2] বুখারী ৮৩৫, ১২০২, ৬২৩০, ৬২৬৫, মুসলিম ৪০২, তিরমিয়ী ২৮৯, ১১০৫, নাসায়ী ১২৫২, ১১৬৩, ১১৬৪ আবূ দাউদ ৯৬৮ ইবনু মাজাহ ৮৯৯, আহমাদ ৩৫৫২ ৩৬১৫, ৩৮৬৭, ৪৪০৮, দারামী ১৩৪০, ১৩৪১

হাদিসের মান: সহিহ/যঈফ [মিশ্রিত] পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন